

উপজেলা পরিক্রমা

কিশোরগঞ্জ

জল ঢাকা (নীলফামারী) ২৮ অক্টোবর (সংবাদদাতা)।— নীলফামারী জেলার উপজেলা কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ উপজেলার ইতিহাস অতিপ্রাচীন ইতিহাস থেকে উল্লেখযোগ্য। এ উপজেলার প্রধানতম কৃষি দ্রব্য ধান, পাট, তামাক, ইক্ষু, তিল-তিষি ইত্যাদি। এ উপজেলায় ১১টি ইউনিয়ন ও ৭০টি গ্রাম, আয়তন ৬৫.৪৮০ একর জমি। জনসংখ্যা ২,০১,৮৮০ জন।

কৃষিব্যবস্থা

কিশোরগঞ্জ উপজেলার আবহাওয়া মোটামুটি কৃষি উপযোগী। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসলহানির সম্ভাবনা খুব বেশী। এ উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ৬৫.৪৮০ একর। মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৪৮,৯১০ একর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৬,৫৭০ একর। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ১২,৮২৮ জন। বর্গা কৃষকের সংখ্যা ৫,৪৪৮ জন। কিশোরগঞ্জ উপজেলায় সেচ ব্যবস্থা তেমন কোন উন্নত হয়নি। এখানে সেচ এলাকা প্রায় ৭০ হাজার একর। মোট গভীর নলকূপ ১৬টি ও অগভীর নলকূপ ১৭৪টি।

শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে এ উপজেলা মোটামুটি এগিয়েছে। প্রায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানাক্রমে সমস্যার মধ্যে রয়েছে। এ উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশের ঘর-দরজা-বেড়া নেই। তাছাড়াও কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক

ও ছাত্র-ছাত্রীর বসার ব্যবস্থা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ী থেকে চাটাই নিয়ে আসে, কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা গাছ তলায় বসে ক্লাস করে। এ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৯টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ১টি, দাখিল মাদ্রাসা ৭টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৬৩টি, কলেজ ১টি, প্রাথমিক বেসরকারী ২০টি, শিশু নিকেতন ১টি, বালিকা বিদ্যালয় ১টি।

চিকিৎসা

কিশোরগঞ্জ উপসদরে সাইনবোর্ড অংকিত সর্বস্ব একটি হেলথ কমপ্লেক্স রয়েছে। সেখানে রয়েছে—হাজারো সমস্যা, জীবন রক্ষাকারী তেমন কোন ওষুধপত্র নেই বললেই চলে। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১টি রয়েছে। নামমাত্র এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাত্র কয়েক প্রকারের সাদা ও হলদে রঙ্গের ট্যাবলেট রয়েছে। চিকিৎসকগণ বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ প্রাইভেট চেম্বার দিয়ে চিকিৎসায় মনোযোগী রয়েছেন, বলে রোগীরা সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

কিশোরগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগ ক্ষেত্র দারুণ অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপজেলায় উন্নীত হবার পর থেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এ উপজেলায় ২৭টি হাট-বাজারের করণ অবস্থা। লাখ লাখ টাকা আয় হলেও সে দিকে কোন লক্ষ্য করা হচ্ছে না বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ।